بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুমআ

'মুসলমান হওয়ার সৌন্দর্য তখনই প্রকাশ পাবে যখন সে ঈমানে দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হবে এবং ইসলামের গূঢ় তত্ত্বকে অনুধাবন করবে। ঈমান হোল সম্পূর্ণরূপে নিজেকে খোদাতাআলার কাছে সমর্পণ করে দেওয়া ও তার নির্দেশাবলী পালনে স্বচেষ্ট হওয়া আবার ইসলাম হোল তা যা আল্লাহতাআলার নির্দেশাবলীর উপর লক্ষ্য করে নিজেকে প্রত্যেক অনিষ্টতা হতে মুক্ত করবে এবং অপরের জন্যও সুরক্ষার ব্যবস্থা করবে'

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহতে প্রদত্ত ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন,- এক ব্যক্তি যে মুসলমান হওয়ার দাবী রাখে তার মুসলমান হওয়ার সৌন্দর্য তখনই প্রকাশ পাবে যখন সে ঈমানে দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হবে এবং ইসলামের গূঢ় তত্ত্বকে অনুধাবন করবে। ঈমান হোল সম্পূর্ণরূপে নিজেকে খোদাতাআলার কাছে সমর্পণ করে দেওয়া ও তার নির্দেশাবলী পালনে স্বচেষ্ট হওয়া আবার ইসলাম হোল তা যা আল্লাহতাআলার নির্দেশাবলীর উপর লক্ষ্য করে নিজেকে প্রত্যেক অনিষ্টতা হতে মুক্ত করবে এবং অপরের জন্যও সুরক্ষার ব্যবস্থা করবে। সুতরাং এটিই হোল ইসলাম ও ঈমানের সারমর্ম। যদি মুসলিম বিশ্ব এ কথাটি বুঝতে পারে তবে শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দানের ও প্রসারণের এমন দৃশ্য দৃশ্যমান হবে যা পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করবে।

এই যুগে এই প্রকৃত ঈমানকে হৃদয়মাঝে দৃঢ়তা দান করা ও ইসলামের নিদর্শন দেখানোর জন্য আল্লাহতাআলা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর প্রতি আরোপিত বা সংস্পৃক্ত হওয়ার পর আমাদের দায়িত্ব হোল প্রকৃত ঈমানকে প্রতিষ্ঠিত করে ইসলামের প্রকৃত নিদর্শন হয়ে এই কর্মে তাঁর সাহায্যকারী স্বাব্যস্ত হই। পৃথিবীকে ঈমানের প্রকৃত মর্ম ব্যক্ত করে শান্তি প্রশারণকারী হতে পারি। আল্লাহতাআলার অপার কৃপায় পৃথিবীর সর্বত্র আহমদীয়া জামাত স্বীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ কাজ তো করছে, তাই প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য হোল সে নিজেকে ইসলামী শিক্ষার ব্যবহারিক আদর্শ স্থাপন করে যাতে আমাদের প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্ব পালনে স্বচেষ্ট হতে পারি। আজকাল পৃথিবীতে দুর্ভাগ্যবশত: যে নৈরাজ্য বিরাজমান, তা ইসলামের নামকে দুর্নাম করে চলেছে। হায় যদি মুসলমান দেশগুলি বিষয়টি অনুধাবন করতো যে তাদের ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষার প্রবণতা কিভাবে এটিকে পীড়া দিয়েছে এবং উগ্রপন্থী দলগুলি ও গোষ্ঠীগুলি এই কারণেই মাথাচাড়া দিয়েছে যে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থতা বলবৎ হয়ে চলেছে। দেশগলির শান্তি বিঘ্নিত হয়ে চলেছে। তারা না নিজে শান্তিতে বাস করছে আর না কাউকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করছে, আবার না শাসক প্রজাদের সাথে সুচির করছে না প্রজা শাসক এর প্রাপ্য দিচ্ছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এক স্থানে এ দুটির ভারসাম্যহীনতার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন যে, যতক্ষণ এ দুটি বিষয় (অর্থাৎ শাসন ক্ষমতার কর্তব্য ও প্রজাদের দায়িত্ব) সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলবে ততক্ষণ এ দেশে শান্তি বিরাজ করবে কিন্তু যখন কোন অসামঞ্জস্যতা রাজার পক্ষ হতে বা জনসাধারণের পক্ষ হতে উদ্ভব হয় দেশ হতে শান্তি বিচ্যুত হয়।

দূর্ভাগ্যবশত: এইসব কিছু আমরা আজকাল অধিকতর দেশগুলিতে দেখতে পাই আবার ইসলাম শত্রু শক্তিও এ হতে নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করছে। একদিকে দুই দলকে বিবাদ বাড়াতে সাহায্য করা হচ্ছে অপরদিকে উগ্রপন্থী দলগুলির কার্যকলাপকে সুনাম করে বা প্রাধান্যতা দিয়ে প্রেস ও মিডিয়াতে ব্যাপক হারে প্রসারতা দান করছে আর ফলে এই প্রসারতার দরূণ ইসলাম বদনাম হচ্ছে। আমি কিছু সাক্ষাৎকারে যা মিডিয়াতে দিয়েছি তাতে একটি কথা এও বলেছি যে, ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোর এবং একে উগ্রপন্থী ও সন্ত্রাসবাদী ধর্ম বলে উপস্থাপন করায় তোমরা যারা মিডিয়াতে আছো তাদেরও বড় হস্তক্ষেপ আছে। মিডিয়া ন্যায়বিচারের আশ্রয় নেয় না। কোন গোষ্ঠী বা দল অথবা দেশের শাসকশ্রেণী যারা নিজেকে মুসলমান আখ্যা দিয়ে থাকে রাজনৈতিক অভিসন্ধিকে তোমরা ধর্মের নাম দিয়ে আবার ইসলামী শিক্ষার দুর্নাম করছো তার উপর আবার তাকে এত খ্যাতিপ্রদান করো যে তোমরা পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের চিন্তাধারাকে বদলে দিয়েছো, বা যারা ইসলামের সাথে পরিচিত নয় তাদের মনমস্তিষ্কে ইসলামের এমন চিত্র অঙ্কিত করে দিয়েছো, এমন প্ররোচনা বা আতঙ্কদায়ক গল্প রচনা করেছো যে তাদের চেহারা ইসলামের নাম শুনেই বদলে যায় আর যেখানে তোমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকে সেখানে সংবাদকে এড়িয়ে যাও বা লুকিয়ে নাও। সহস্র বরং লক্ষ লক্ষ মুসলমান যখন শান্তির কথা বলে তাদের চর্চা মিডিয়াতে করা হয় না বা তারা সেই মনোযোগ পায় না যা তারা অন্যান্য নেতিবাচক ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শনকারীদের পক্ষ হতে পেয়ে থাকে এবং সবচেয়ে বৃহদাকারে তো আহমদীয়া জামাতই ইসলামের ভালবাসা ও প্রেমের বাণীকে প্রসার করছে ও সমগ্র পৃথিবীতে একনিষ্ঠতার সাথে এ কাজে নিয়োজিত আছে যার ফলস্বরূপ শান্তির পতাকাতলে শান্তি প্রসারে ও শান্তি বিস্তারে লক্ষাধিক মানুষ প্রত্যেক বছর জামাতের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে তাদের সম্পর্কে আমরা তোমাদেরকে অবহিত করলেও তোমরা কোন প্রকারেই তাতে কর্ণপাত করো না। তাই এখন আমি এইরূপ কিছু লোকের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করবো যারা আহগমদীয়া জামাত মাধ্যমে ইসলামের সত্য চেহারা দেখেছে এবং তাদের হৃদয়ে প্রভাব পড়েছে। তাদের মধ্যে অ-মুসলমান এবং মুসলমানও অন্তর্ভূক্ত আর এদের মধ্যে কিছু এমন আছে যারা ইসলামের

আকর্ষণীয় চিত্রকে দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছে, এবং এও স্বীকার করেছে যে ইসলামের এই আকর্ষণীয় শিক্ষার আজ বিশ্বের প্রয়োজণীয়তা আছে। প্রচার মাধ্যম ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা উপস্থাপন করে আমাদের চিন্তাধারার প্রবাহকে থামিয়ে দিয়েছিল। আহমদীয়া জামাত তাদের প্রচেষ্টায় পুনরায় সেই ভ্রান্ত চিন্তাধারাকে বদলে দিয়েছে। চেরিবেনের আপাষ্টলিক চার্চের পাদ্রী ওখানকার মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অবসরে নির্দ্বিধায় এ কথা স্বীকার করেন যে, আজকের এই দিন আমার জীবনের এক অদ্ভূত দিন ছিল, কারণ আজ মুসলমান ও খ্রীষ্টান এক সাথে উপবিষ্ট আছি। এতে কোন সন্দেহ নাই যে আহমদীয়া জামাত আমাদের সকলকে একত্র করেছে তাই আহমদীয়াতকে সালাম প্রদান করি।

আবার ন্যায়পরায়ণ রাজনীতিকগণ যারা আছেন তাদের উপরও জামাতের কার্যাবলীর গভীর প্রভাব পড়েছে। এখানে জলসার দিনগুলিতেও আপনাদের সামনে কতক স্বীকারোক্তি করেছেন হয়তো। বিশ্বের সর্বত্র এখন আল্লাহতাআলার কৃপায় আহমদীয়া জামাত যে ইসলামী শিক্ষা উপস্থাপন করছে, এবং যে কর্মসম্পাদন করছে এর যে ব্যবহারিক চিত্র তাকে বিশ্বে সর্বত্র সাধুবাদ জানাচ্ছে ও খ্যাতি দান করছে। জামাতের সেবাদানকে মানুষ পছন্দ করছে, এবং স্বীকার করেন যে কি সুন্দর শিক্ষা এটি। বেনিনের পরিবহন মন্ত্রী বলেন যে, আহমদীয়াতের মানবসেবা যা বেনিনে হচ্ছে এবং যে শান্তি ও প্রেমের প্রসারের চেষ্টা আহমদীয়া জামাত করছে তা বেনিন দেশে সর্বোচ্চ স্থানে আছে। আমি শান্তি ও প্রেমের এই প্রচেষ্টার জন্য আহমদীয়াতের এই সেবাকে সালাম জানাই।

কাবাবীরের মিশনারী সাহেব লিখছেন যে, কিছু দিন পূর্বে আমাদের মসজিদের সম্মুখে একজন ইহুদী শিক্ষক তাঁর স্কুলের ছাত্রদেরকে জামাতের পরিচিতি দিচ্ছিলেন। সেই শিক্ষক খুব সম্ভব আরবীও জানতেন। আমাদের মসজিদের দ্বারপ্রান্তে লিখা আছে যে, 'ওয়ামান দাখালাহু ক্বানা আমেনান'। সেই শিক্ষক মহাশয় এই শব্দগুলির আক্ষরিক অনুবাদ করে ছাত্রদের বুঝাচ্ছিলেন যে, এই বাক্যটির অর্থ হোল এই যে, যে এর মধ্যে প্রবেশ করবে সে শান্তিতে বাস করবে। আরও বললেন যে, এই বাক্যটির ব্যবহারিক নিদর্শন শুধুমাত্র আহমদীদের মসজিদেই দৃষ্টিগোচর হয়।

আবার আল্লাহতাআলা কিভাবে মানুষের মনোযোগ জামাতের প্রতি করান, মোয়োনামী নামক ব্রিটেনের এক স্থানে যেখানে পৌত্তলিকদের আবাস। আমাদের মোবাল্লেগ সেখানে তবলীগের জন্য যান। জামাতের পরিচিতি দানের পর তারা বলেন যে, যদি কারুর মস্তিষ্কে কোন প্রশ্ন থাকলে করুন। তা শুনে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি বলেন যে, আমি যখন আপনার বক্তব্য শুনলাম তো আমার ইসলাম সম্পর্কে সমস্ত প্রকারের আশংকা ও উদ্বেগ দূরীভূত হয়, আর আমি সর্ব প্রথম ব্যক্তি যে ইসলাম এবং আহমদীয়াতকে গ্রহণ করবে এই সমস্ত পৌত্তলিকদের মাঝে। এরপর এই গ্রাম হতে চল্লিশজন মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করেন ফলে এখানে একটি নূতন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। তাৎক্ষণিক যে পরিবর্তন এদের মাঝে হয় তা হোল তাৎক্ষণিকভাবে তারা নিজেদের আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে ত্যাগ করেছে। এরপর একদিন বলেন যে, আহমদী হওয়ার পর আমার শরীরে এক নূতন আত্মা প্রবেশ করেছে। আমি যে স্থলে থাকি আমার আত্মা আমাকে জাগ্রত করে আর বলে যে নামাজের সময় হয়েছে। তো এই সচেতনতা এই মানুষদের মধ্যে নামাজ সম্পর্কে উদিত হয়েছে আর তারা বলে থাকেন যে, এভাবে আমার আত্মা প্রশান্তি লাভ করে এবং শরীর সজাগ হয়, পরিত্রাণ পায়। তাই আমাদের মধ্যেও যারা নামাজ আদায়ে দুর্বল তাদের মনে রাখা উচিত নবাগতদের মধ্যে ইবাদত বা উপাসনার দিকে আগ্রহ বাড়ছে ও বড়ই মনোযোগের সাথে নামাজ পড়ে থাকে তারা।

বর্তমানে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষামালা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর দ্বারাই সমগ্র বিশ্বে পৌঁছাবে। কিভাবে আল্লাহতাআলা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর বাণীকে পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছে দিচ্ছেন ও কিভাবে মানুষের মনে এর প্রভাবও পড়ছে। একটি ঘটনা বলছি। গানিকোনাকারী একটি জায়গা সেখানে উপস্থিত আমাদের এক আহমদী বন্ধু আবুবকর সাহেব তবলীগি অধিবেশনের আয়োজন করেন, সেই মোবাল্লেগ বলছেন যে, আমরা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর বার্তাকে তাদের মাঝে পৌঁছালাম, এখন তবলীগের ধারা অব্যাহত ছিল এমন সময় সেখানে এক মৌলবী পৌঁছায়। অশুভ অভিসন্ধি ছড়াতে। কিছুক্ষণ তো কথাবার্তা নি:শব্দে শুনতে থাকে তারপর বড়ই আক্রোশের সাথে বলে যে, এখানে তোমাদের তবলীগের অনুমতি নেই এবং আমি তোমাদের পুলিশের দ্বারা এখানে আবদ্ধ করাচ্ছি। সেখানকার যুবকেরা দন্ডায়মান হয়ে যায় ও সেই মৌলবীকে রাগান্বিত হয়ে বলে, তুমি তো আমাদেরকে আজ পর্যন্ত বিভ্রান্ত করে আসছিলে, শীঘ্র এখান হতে প্রস্থান কর, যাইহোক সেই মৌলবী বড়ই লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হয়ে সেখান হতে চলে যায়, এর ফলশ্রুতিতে ওখানে যে সমাবেশ হয়েছিল তাদের মধ্যে ১৫জন মানুষ জামাতের অন্তর্ভূক্ত হয়।

এরপর গিনিকোনাকারীরই আরেকটি ঘটনা আছে যে, যখন আমরা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলাম ও তাঁর আগমন সম্পর্কে জানালাম এবং এও জানালাম যে আঁ হযরত (সাঃ) এ ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে শেষ যুগের এটাই লক্ষণ হবে এবং তখন মসীহ মাওউদ আবির্ভূত হবেন। তখন এই অদ্ভূত কথার লোকেদের উপর প্রভাব ফেলল। স্থানীয় মিশনারী তবলীগ এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেন ও বললেন যে, আল্লাহতাআলার কৃপায় এক সপ্তাহের মধ্যে না কেবল ঐ গ্রাম বরং তাদের মসজিদ সমেত আহমদীয়াতের অন্তর্ভূক্ত হোল বরং আশেপাশের চার পাঁচটি গ্রামও বয়াত করে আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায় এবং তাদের সাথে অধিক সম্পর্ক বজায় রাখা হয়েছে আর ক্রমাগত আমাদের বলেন যে সংবাদ আসছে যে মানুষ ব্যাকুলতার সাথে আহমদীয়াত গ্রহণ করার জন্য অধীর আগ্রহে প্রস্তুত হয়ে আছে।

আফ্রিকার একটি জায়গায় একটি বইমেলার আয়োজন করা হয় তাতে কোরআন করীমের প্রদর্শনী লাগানো হয়।

দুইজন মুসলমান যুবক এল তাদেরকে যখন আহমদীয়াতের পরিচিতি প্রদান করা হলো আর বলা হোল যে ইমাম মাহদী (আঃ)এর আগমন হয়ে গেছে এবং তাদেরকে ফ্রেঞ্চ ভাষায় 'ইমাম মাহদীর সত্যতা' সম্পর্কিত পুস্তকটি পড়ার জন্য দেওয়া হোল এছাড়া আঁ হযরত (সাঃ) এর শেষ যুগ সম্পর্কে যা মুসলমানদের অবস্থা হবে সে সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করা হোল, মসীহর দ্বিতীয়বার আগমনের বর্ণনা করা হোল। আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে বলা হোল। অর্থাৎ সেই প্রকৃত ইসলাম যা আঁ হযরত (সাঃ) এনেছিলেন। বর্তমানে মুসলমানগণ এর চেহারাই বিকৃত করে দিয়েছে। এই ইসলাম কি? যাতে ভালবাসা আছে, শান্তি আছে ও স্বস্থির শিক্ষা আছে। এতে ঐ দুইজন যুবক বললেন যে, আমরা বিশ্বাসগত দৃষ্টিকোণ হতে মুসলমান তো বটে, কিন্তু মুসলমানদের বর্বরতা, সন্ত্রাসবাদ হতে এত অতিষ্ঠ হয়ে গেছিলাম যে, আমরা খ্রীষ্টান হওয়ার সংকল্প নিচ্ছিলাম, পরন্তু এবার জামাত আহমদীয়ার কথা শুনে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে, ইসলাম তেমনটি নয় যেমনটি মোল্লারা উপস্থাপন করছে। তারা আমাদের কৃতজ্ঞতা জানায় যে, আপনারা আমাদেরকে খ্রীষ্টান হওয়া থেকে বিরত করলেন ও ইসলাম বিমুখতা হতে রক্ষা করলেন।

অ-আহমদীদের হৃদয়েও প্রকৃত ইসলামকে দেখে এই বার্তাকে প্রসারিত করার আকাংখা জাগে তারাও আমাদের সহযোগিতা করতে থাকে, জাপানের মোবাল্লেগ সাহেব লিখছেন যে, একজন বৌদ্ধ জাপানী ব্যক্তি আমাদের প্রদর্শনী কক্ষে (স্টলে) এলেন যখন তাঁকে ইসলামের পরিচিতি দেওয়া হলো অন্যান্য ধর্মের শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষার উদাহরণ কোরআন করীমের আয়াত হতে উপস্থাপন করা হলো তখন তিনি শুধুমাত্র আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনই করলেন না বরং বলতে থাকেন যে, এই সুন্দর শিক্ষা পৃথিবীবাসীকে বলার উপযুক্ত এবং ইসলাম সম্পর্কিত ভুল ধারণা দূরীভূত করার দরকার। সুতরাং একদিন তিনি আমাদের স্টলে এলেন এবং স্বয়ং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও সকাল শোয়া দশটা হতে সন্ধ্যা সাড়ে চারটা পর্যন্ত উচ্চ স্বরে ঘোষণা দিতে থাকেন যে ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং প্যাম্পলেট বিলি করতে থাকেন।

এভাবে ভারতের কর্ণাটকে এক স্থান যার নাম গদগ সেখানে একটি পুস্তকমেলায় জামাতের প্রদর্শনী কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়। সেই স্টলে এক অ মুসলিম বন্ধু আসেন এবং পরে বলতে থাকেন যে, আমরা এর পূর্বেও বহু পুস্তক প্রদর্শনী দেখেছি পরন্তু শান্তি ও স্বস্থি বিতরণকারী এবং ইসলামের সুন্দর শিক্ষাকে মানবসমাজে প্রেরণকারী এমন গোষ্ঠী আমি পূর্বে কখনো দেখিনি। সেই ব্যক্তি প্রচন্ড প্রভাবিত হয় এবং আমাদের বুক স্টল হতে প্রচুর পুস্তক ক্রয় করে নিয়ে যায়।

লগসর্মবার্গ নামক এক শহরে প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে জামাতের পক্ষ হতে পুস্তক কক্ষের আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনী চলাকালীন শহরের মেয়রও আসেন এবং বিভিন্ন পুস্তক দেখেন। এরপর লগসর্মবার্গ জামাতের প্রেসিডেন্ট তাঁকে সংক্ষেপে জামাতের পরিচিতি দান করেন। তাঁকে একটি পুস্তকও উপহারস্বরূপ দান করেন। এতে সেই মন্ত্রী বলেন যে, আপনাদের সম্প্রদায় খুব শুভ কর্ম করছে, আপনাদের উচিৎ ইসলামের এই সুন্দর চিত্রকে যথা শীঘ্র পৃথিবীতে প্রসারিত করা।

একজন জীবন সংগ্রামে পরাজিত নবাগত মুসলিমের ঘটনা উপস্থাপন করছি, হল্যান্ডের আমীর সাহেব লিখেছেন যে, হল্যান্ডের এক ডাচ মুসলমান বেলাল সাহেব মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থা দেখে প্রচন্ড নিরাশ হয়ে গেলেন, তিনি বলেন, আমি আহমদীয়া জামাতের শিক্ষামালা হতে খুবই অভিভূত হয়েছি, আল্লাহতাআলা আমার সম্মুখে আহমদীয়াতের সত্যতার নিদর্শন প্রকাশ করেছেন এবং আমার বয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ হয়। এবার আমি জামাতীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিই, আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি অনুভব করছি, যে অস্থির মানসিকতা ছিল তা শেষ হয়ে গেছে।

অনুরূপভাবে কোরআন করীমের শিক্ষার প্রভাব কিভাবে অ-আহমদীদের উপর পড়ে এও এক বিষয়, কানাডা থেকে আমাদের এক বন্ধু লিখেছেন যে, দায়ীইলাল্লাহর এক টিমে আমরা একটি তবলীগি বুক স্টল লাগাই, একজন ইংরেজ স্বামী-স্ত্রী আমাদের স্টলে আসে, স্ত্রী বড়ই গোঁড়া খ্রীষ্টান ছিল এবং এক কথায় জেদ ধরে ছিল যে, কোরআন মজীদ যেন না কেনা হয় তা সে তার স্বামীকে বারংবার বলতে থাকে। সেই ব্যক্তি বললেন যে,- কোরআন মজীদের এমন কোন বিশেষত্ব আমাদের সামনে তুলে ধরুন যাতে আমার স্ত্রী কোরআন মজীদ কিনতে বাধ্য হয়। তিনি বলেন যে, আমি তাদের বললাম যে, কোরআন মজীদে একটি সূরা আছে যাতে হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মা হযরত মরীয়ম এর কথা উল্লেখ আছে। তাঁদের সম্বন্ধে এমন বিষদ তথ্য আছে যা আপনাদের বাইবেলে পাবেন না, সেই আয়াতটি খুলে তাদের সামনে রাখা হলো। তার অনুবাদটি সেই ব্যক্তির স্ত্রী পড়তে লাগলেন। কিছুক্ষণ পড়ার পর বললেন, সত্যই পুস্তকটি খুবই আকর্ষণীয়। আমরা তো প্রেসে বা প্রচার মাধ্যমে পড়েছিলাম অর্থাৎ মিডিয়াতে বলা হয়েছিল, সংবাদ পত্রে লেখা ছিল যে কোরআন ঘৃণায় সম্বলিত একটি পুস্তক কিন্তু এতে তো দেখছি ঈসা (আঃ) ও তাঁর মায়ের বড়ই প্রেম ও সম্মানের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে সুতরাং তারা কোরআন মজীদ কিনে ফেললেন। কয়েক সপ্তাহ পরে তারা দ্বিতীয়বার স্টলের সামনে থেকে যাচ্ছিলেন তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন যে, আমরা কোরআন করীম পড়লাম, সংবাদ মাধ্যমে ইসলাম ও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)এর সম্পর্কে যে ঘৃণা প্রচার করা হচ্ছে যদি কেউ কোরআন পড়ে অথবা এর উপর ভাসা ভাসা দৃষ্টিও রাখে তো তার সমস্ত ভুল ভ্রান্তি দূরীভূত হয়ে যাবে।

ব্রিটেনে একটি পুস্তক মেলার অবসরে সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক আসেন এবং জামাতের প্রেম ও শান্তির শিক্ষা পড়লেন তো বললেন যে, আমাকে আমার ছাত্রদের জন্যও কিছু জামাতীয় প্যাম্পলেট দেওয়া হোক। আমি চাই তারাও যেন এই সাহিত্য অধ্যয়ন করুক ও সমাজ শান্তি ও নিরাপত্তার বেষ্টনীতে এসে যাক। সৎচরিত্রের মুসলমানদের উপরও আহমদীয়া জামাতের ব্যবস্থাপনা যা সঠিক ইসলামী ব্যবস্থাপনা তার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। আবার এই বিষয়টিই তাদের জন্য নির্দেশীকা প্রমাণিত

হয়। বরকিনাফাসোর মোবাল্লেগ সাহেব বলছেন যে, একটি স্থান আছে যার নাম সিলাগোগো যেখানে তবলীগের উদ্দেশ্যে গেলাম তো সমস্ত পুরুষ ও নারী তবলীগি কথা শোনার নিরিক্ষে সমবেত হয়ে যায়। বলছেন, এক বন্ধু জাকারিয়া সাহেব এলেন এবং বললেন যে, আমি কিছুকাল পূর্বে একটি স্বপ্ন দেখি, আমি চাঁদা দিচ্ছি আর একটি শব্দ আসে যে চাঁদা এমন একটি দলকে দাও যাদের একটি বায়তুল মাল আছে। আমি বহুদিন ধরে এই ইসলামী দলকে অনুসন্ধান করছিলাম, কিন্তু মৌলবী সাহেব যখন জামাতের অর্থ তহবিল সংক্রান্ত তথ্যের ব্যাপারে অবহিত করলেন, আমি ঐ কথাগুলির অর্থ পেয়ে যাই যা আমি স্বপ্নে শুনেছিলাম। অতএব সেই ব্যক্তি তাৎক্ষণিক দশ হাজার ফ্রাঙ্ক চাঁদা প্রদান করলেন। যখন লোকেরা সেই স্বপ্ন সম্পর্কে অবহিত হোল এবং এও অবলোকন করলো যে, চাঁদার রীতিমত এক রশীদবুক বা চালান বই থাকে যাতে সমস্ত রেকর্ড রাখা হয় তো বড়ই প্রভাবিত হয় তারা। আল্লাহতাআলার কৃপায় এরপর সেই গ্রামে ২৮২জন বয়াত গ্রহণ করে রীতিমত সবাই চাঁদা প্রদাণে সচেষ্ট।

গোয়েটামালায় পুস্তিকা বিতরণের সময়ে এক ইউসুফ নামক যুবকের সাথে যোগাযোগ হয় ও মিশন হাউসে আসেন, আহমদীয়াত গ্রহণ করেন, তিনি কিছুকাল পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি বলেন যে, অ-আহমদী জামাতের মসজিদে গিয়ে হৃদয়ের প্রসন্নতা লাভ হয়নি, লোকেরা একে অপরের সঙ্গে ঘৃণা ও আক্রোশের মনোভাব রাখে, একদিন যখন আমি দোয়া করে ঘুমিয়ে পড়ি, স্বপ্নে এক বুজুর্গকে দেখি, যিনি অত্যন্ত আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর চেহারার মানুষ ছিলেন। একটি পথ ছিল যার উপর ভস্মই ভস্ম পড়ে ছিল, ঐ বুজুর্গ আমার সম্মুখে চলতে থাকেন, এবং ইঙ্গিত দ্বারা বলেন যে আমার পশ্চাতে এসো, ঐ বুজুর্গ এর হাঁটার ফলে পথের ভস্ম পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল। হযরত আকদশ মসীহ মাওউদ (আঃ)এর চিত্র দেখানো হলে তিনি বলে উঠলেন যে এই সেই বুজুর্গ যিনি আমাকে স্বপ্নে পথ নির্দেশনা করছিলেন। আল্লাহতাআলার কৃপায় এই বিষয়টি তাঁর বিশ্বাসে আরও দৃঢ়তা দান করতে সাহায্য করে।

ফ্রান্স এর আমীর সাহেব লিখছেন একজন নবাগত আহমদী কামাল সাহেব বলছেন যে, আমি বহু বছর যাবৎ প্রথাগত মুসলমান ছিলাম এবং ওলামাদের পক্ষ হতে কোরআন করীমের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হোত তাতে আমার পরিতৃপ্তি হোত না, বললেন তাঁর ভগ্নিপতি তাঁকে আহমদীয়া জামাতের পরিচিতি দেন ও হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) এর ব্যাখ্যাকৃত কোরআন পড়তে বলেন, যখন আমি সেই ব্যাখ্যা পড়ি আমি হতবাক হয়ে যাই যে এত সহজ ও স্বচ্ছ ভাষায় ব্যাখ্যা চৌদ্দশ বছর যাবৎ কালে কেউ কেন লেখেনি। এরপর এম.টি.এ ও ইন্টারনেটে আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর বহু পুস্তক পড়ি ও বহু অনুষ্ঠান দেখি। আমার অনুভব হোল যেন আমার হস্তে কোন ঐশ্বর্য্য লেগেছে ও আমার আত্মা স্বাধীনতা লাভ করেছে। আমার সমস্ত প্রকারের সন্দেহ দূরীভূত হোল ও প্রকৃত ইসলামকে সনাক্ত করলাম সুতরাং বয়াত করে নিলাম।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে যখন জামাতের মাধ্যমে ইসলামের বাণী পৌঁছায় এবং শান্তি ও নিরাপত্তার বার্তা পৌঁছায় তো সৎচরিত্রের লোক তা গ্রহণ করে ফেলে। গোয়েটামালার মোবাল্লেগ ইনচার্জ লিখছেন যে, লিফলেট বিতরণের ফলস্বরূপ ৯১ জন মানুষের ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন হয়। আহমদীয়াত গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন পাদ্রীও অন্তর্ভূক্ত। যিনি ৩৩ বছর পর্যন্ত ক্যাথোলিক চার্চ ও পাঁচ বছর যাবৎ প্রোটেষ্টান্ট ফেরকার সহিত যুক্ত থাকেন তদনূরূপ আরেকজন সাহেব যিনি মিউনিসিপ্যালিটি তে জাজ হিসাবে কর্তব্য পালনে রত, ডোমিঙ্গ সাহেব যিনি আহমদীয়াত গ্রহণের পর নিজ অঞ্চলে তবলীগের অন্তর্গত এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, যাতে বড়ই বিস্তারিতভাবে ইসলামী শিক্ষার বর্ণনা দেওয়া হয়, প্রশ্ন-উত্তর অধিবেশন করা হয়। বলছেন, এই আলোচনা সভা সাত ঘন্টা চলে, সভাশেষের কিঞ্চিত পূর্বে অংশগ্রহণকারীদের কিছু ইসলাম গ্রহণ করার ঘোষণা দেয় যাদের সংখ্যা ৮৯ ছিল। এতে পুরুষ ও নারী সবাই যুক্ত।

অতএব এই চারা ইসলামের চারা, খোদাতাআলার নিজ হস্তে রোপিত এ চারা এবং এই যুগে আঁ হযরত (সাঃ)এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ধর্মীয় জলসেচের জন্য তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে প্রেরণ করেছেন, এবং বিচারদিবস পর্যন্ত আঁ হযরত (সাঃ)এর কল্যাণধারা হতে অংশ পেয়ে তাঁর (সাঃ) এর কল্যাণে আল্লাহতাআলা তাতে জল সরবরাহও অব্যাহত রাখবেন, ইনশাআল্লাহতাআলা, সর্বদা এই চারা ইনশাআল্লাহ সবুজ ও সুশোভিত থাকবে। পৃথিবীকে আল্লাহতাআলার ইচ্ছানুযায়ী চালিত করার নিমিত্তে এবং নিরাপত্তা প্রেম প্রসারণের জন্য এই সামান্য কিছু নিদর্শন বা ঘটনা আমি উপস্থাপন করলাম। সহস্র এরূপ ঘটনাবলী আছে যা আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ়তা দান করে, সামনে আসতে থাকে। কিভাবে আল্লাহতাআলা মানুষের হৃদয়কে উন্মুক্ত করেন, কিভাবে অপরের মুখশ্রী হতে আমাদের পক্ষে প্রশংসা নি:সৃত হয়, কেউ তাদের মধ্যে আফ্রিকা নিবাসী, তো কেউ আরবের তো কেউ ইউরোপের, আবার কেউ দক্ষিণ আফ্রিকার, কিন্তু প্রভাব সবার উপর সমানভাবে পড়ে, এজন্য যে আন্তর্জাতিক শিক্ষা কেবল একটাই আর সেটি হোল ইসলামের শিক্ষা। প্রত্যেক সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সে তাৎক্ষণিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক, কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে পৃথিবীতে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ইসলামই একমাত্র স্বীকৃত পথ। কোন ন্যায় বিচারক প্রকৃতির লোক, স্বার্থপর মুসলমান নেতা অথবা ব্যক্তিস্বার্থ বা সন্ত্রাসবাদী দলের অপকর্মকে ইসলামী শিক্ষার অংশ বলে মান্য করা যায় না। সেই এ কথা বলবে যার মধ্যে এতটুকুও বিচারশক্তি নাই। ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলি যত ইচ্ছা ইসলাম সম্পর্কে সমালোচনা করুক পরন্তু ইসলামই পৃথিবীকে আল্লাহতাআলার নিকট পৌঁছাবার পথ সনাক্ত করবে, ও নিরাপত্তা ও শান্তি পৌঁছাবে। আজ নয়তো কাল পৃথিবীকে এ কথা স্বীকার করতেই হবে ইসলামই বিশ্বে নিরাপত্তা ও শান্তির পরিবাহক।

আল্লাহতাআলা আমাদেরও সৌভাগ্য প্রদান করুন যেন আমরা এই বিজয়ের অংশীদার হতে পারি এবং আল্লাহতাআলার কৃপাবারিকে বহুগুণে বর্দ্ধিত দেখতে পারি, এবং নিজ কর্মপন্থাকে ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী চালিত করতে পারি। আমীন।

অনুবাদকঃ বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে